কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 03 AUG 2016 ..
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ......

অস্বাভাবিক লেনদেন শিক্ষা কর্মকর্তার অ্যাকাউন্টে

উগ্রবাদীদের অর্থায়নে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগ

শরীফুল আলম সুমন ▷

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদের অ্যাকাউন্টে অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তে ওই অ্যাকাউন্টে কয়েক কোটি টাকার লেনদেনের প্রমাণ পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে তাঁকে গত সোমবার বদলি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ডিআইএ থেকে তাঁকে মাদারীপুর নাজিম উদ্দিন কলেজে বদলির পর বিভাগীয় ব্যবস্থা নিয়ে চাকরিচ্যুতি ও সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দুদকের মাধ্যমে তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, উগ্রবাদীদের অর্থায়নে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে গত রবিবার মন্ত্রণালয়ে নির্দেশনা আসে। গতকাল মঙ্গলবার আবারও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে, আগের চিঠি অনুসারে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। তবে গুরুতর

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

অস্বাভাবিক লেনদেন শিক্ষা

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভিযোগ ওঠায় অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে। তবে মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা বিভাগীয় ব্যবস্থা নিয়ে চাকরিচ্যুতি ঠেকানোর চেষ্টা করছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) ড. মোল্লা জালাল উদ্দিনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এ বিষয়টি নিয়ে আমার পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয়। যেহেতু গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট। এসব রিপোর্ট তো গোপনীয়ই হয়। তাই অপেক্ষা করেন। মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপের পর বলা যাবে, আগে নয়।'

যদিও গত সোমবার এই অতিরিক্ত সচিবের কাছে সশরীরে ন্যায়বিচারের আবেদন জানান অভিযুক্ত কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেছেন, 'স্যার, আমি এইটুকু আবেদন করছি যেন আমার ওপর অন্যায় না হয়। যেন ইনজাস্টিজ না হয়। স্যার, যে অভিযোগ আমার ওপর আনা হয়েছে তা ভুল। ওই আবুল কালাম আজাদ আমি নই। এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টও আমার নয়, যে মোবাইল নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে, তাও আমার না। এটা অন্য কোনো আবুল কালাম আজাদ।' তাঁর আবেদনের পর অতিরিক্ত সচিব বলেছেন, 'ইনজাস্টিজ হবে না।'

জানা যায়, প্রায় ২১ বছর ধরে কোনো বদলি ছাড়াই একই পদে চাকরি করে আসছেন আবুল কালাম আজাদ। পদোন্নতি পেলেও তিনি আগের পদেই রয়ে গেছেন। মাঝে একবার বদলি হলেও কয়েক দিনের মধ্যে আবার স্বপদে ফিরে আসেন। এর আগে গত বছর তাঁর বিরুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানকে অবজ্ঞা করার অভিযোগ ওঠায় তাঁকে শোকজ করা হয়েছিল। গত বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কাজে অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে এ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহারের আবেদন করেছিলেন ঢাকার সংসদ সদস্য আলহাজ ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা। ডিআইএর পরিচালকের কাছে সংসদ সদস্য লিখিত অভিযোগে বলেছিলেন, কালশী ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পদ সৃষ্টি ছাড়াই শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আবুল কালাম আজাদ পরিদর্শনে গেলে তাঁকে তা লিখিতভাবে জানানোর পরও সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন।

সূত্র জানায়, আবুল কালাম আজাদ শুধু একাই নন, তাঁর ভাই আবদুস সালাম আজাদ ডিআইএতে পরিদর্শক পদে চাকরি করেন। গত সাড়ে চার বছর ধরে তিনি এই দপ্তরে আছেন। তাঁকেও কলেজের শিক্ষকতা থেকে প্রশাসনিক পদে এনেছেন আবুল কালাম আজাদ। তাঁরা দুজনেই টাকা ছাড়া কোনো পরিদর্শনে পজিটিভ রিপোর্ট দেন না বলে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, 'ছোট অভিযোগ কেউ চাইলে ধামাচাপ দিতে পারেন। কিন্তু বড় অভিযোগ হলে তা পারা যায় না। আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ এবং তার প্রমাণও মিলেছে।'

আবুল কালাম আজাদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা। আমি আমার এলাকায় আওয়ামী লীগের রাজনীতি করি। মাউশি অধিদপ্তরের শারীরিক শিক্ষা শাখার এক কর্মকর্তার নামও আবুল কালাম আজাদ। তাঁর মামলার কাজ চলাকালে আমার বক্তব্য নেওয়া হয়েছিল। আমি তথ্য-প্রমাণ দিয়েছি যে আমার কোনো অবৈধ লেনদেন নেই। আমি সম্পূর্ণই নির্দোষ।'